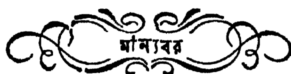

বালা।



শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু

মহাশয়ের

কর-কমলে

"বালাকে"

সাদরে অর্পণ করিলাম।

সন ১২৯৩।

সূচী।

বালা।

(১)

প্রভাতীয় তারা।

বহুদিন অন্তে আজ, প্রভাতীয় তারা.
হেরিনু নয়নে তোমা চিন্তিত অন্তরে।
হায়রে ! সতত দূর দেশে থাকি যারা,
ফেলে অশ্রু দীননেত্রে জন্মভুমি তরে,
জানে তারা, কেন আজ সজল নয়নে,
চাহিতেছি তব পানে, বসি দূরালয় ।
পড়ে কিহে মনে এবে, দেখ ভাবি মনে,
নিশান্তে কৈশোরে যবে পাঠের দশায়,
সম পাঠী সনে গৃহে, হসিত বদনে,
উঠিতাম ত্যজি শয্যা, হেরিতে তোমার
হেমকান্তি সমুজ্জ্বল প্রফুল্ল আননে ?
কিন্তু সে সুখের দিন পাইব কি আর ?
এ পোড়া অন্তর আর হাসিবে কি হায়,
তব স্নিগ্ধ রূপ হেরি, প্রভাত নিশায় !

(২)

কবি-হৃদয়

স্বর্গীয় কানন ভবে, কবির হৃদয়।
ফুটে ফুল নানা জাতি সকল সময়।
কোকিলার রূপে, সুখে কল্পনা সুন্দরী,
ভ্রমিছেন এ কাননে, সতত কুহরি ;
শ্বেতাম্বরা বীণা-পাণি ঋতু কুলেশ্বরী,
সাজান সুন্দর পুষ্পে, দিবা বিভাবরী ;
কবিতা কুসুম ; নব ছন্দ মকরন্দ ;
মলয় হিল্লোল তাহে, চিত্তের আনন্দ।
নবরস নদচয় বহিছে নিয়ত,
বেষ্টিয়া এ রম্য বন, মেখলার মত।
পদ্মসম কাব্য তাহে, ফুটিতেছে কত ;
যার ভাব সুধা আশে, সুখে শত শত
ষট্‌পদ সম যত ভাব গ্রাহী, ধায়
নিয়ত লোলুপ চিত্তে, আস্বাদিতে তায়

(৩)
সাবিত্রী

কে তুমি বসিয়া, ধনি, নিবিড় কাননে,
তামসী নিশায়, হায়, শব কোলে করি
হানিতেছ কর শিরে আর্ত্তনাদ করি,
খুলিয়াছ সর্ব্ব-অঙ্গ-রতন-ভূষণে ?
কেন নির্ঝরের সম অশ্রু ঝরিতেছে ;
ফেলিতেছ দীর্ঘশ্বাস থাকি ক্ষণে ক্ষণে ;
গ্রাসিয়াছে দুঃখরাহু ও চন্দ্র বদনে ;
অসম্বর বাস হায় ধরা লুটাইছে ?
কে তুমি, কহ তা মোরে, অয়ি বিনোদিনি ?
নিতান্ত বাসনা শুনি এ দুঃখ কাহিনী !
কে এমন নিরদয় আছে এ অবনী,
যে তোমার ডুবাইল সুখের তরণি ?
হেন কালে কর্ণে মম পশিল এ ধ্বনি,—
"সাবিত্রী, রমণী-রত্ন, ভারত-রমণী।'

(৪)

কোকিল।

জানি আমি, কালামুখ কালীয়া বরণ
তোমা দুষ্ট, পিকবর। জনম তোমার
এক স্থানে ; কিন্তু, শঠ, নির্ম্মম অন্তর
তব মাতা, ত্যজে তোমা বায়স ভবন।
জনমিয়া এ সংসারে, কভু বাপ মায়,
চিনিলেনা। চিরকাল ক্ষোয়াইছ হায়,
দাস্য বৃত্তি শিরে ধরি! অজ্ঞান শৈশবে,
পালে তোরে, মূঢ়, ক্রূর বায়স, বায়সী ;
যৌবনে বসন্ত দাস ; ভ্রম দিবা নিশি
প্রকাশি তাহার যশ, তাহার গৌরবে।
একে জ্বলে দুঃখানলে, তাহে তোর জ্বালা,
সহিতে কি পারে আর, কভু কোন বালা ?
নাহি সাধ শুনিবারে, তোর পাপ স্বর ;
যথা ইচ্ছা যা রে চলে, ভেদিয়া অম্বর।

(৫)
বামাকেশ।

কে না ভয় পায় মনে, হেরিলে তোমায়,
ক্রূরমতি ভুজঙ্গিনি, হিমান্তে যখন
ভ্রম তুমি বক্রগতি, প্রান্তর ভবন?
তব রূপে, কিন্তু কৃষ্ণ দীর্ঘকেশ চয়
শোভে যবে, বরাঙ্গনা বঙ্গ-নারীশিরে,
কে না 'বাসে রাখিবারে তাহারে অন্তরে?
স্মরি গুণ তব, লোকে, কাল কুণ্ডলিনী,
রাখিলা তোমার নাম। কুণ্ডল আকৃতি
কবরীর রূপে যবে শোভে চারু বেণী,
দেখিতে অসাধ কভু হয় কার মতি?
হেরিলে তোমায় গৃহে, গুণিন্* আহ্বানি,
তখনি বধয়ে প্রাণে নিঠুর অন্তরে।
কিন্তু বিভূষিয়া কেবা সদা যত্ন ভরে,
নাহি ইচ্ছে পুষিবারে হেন কুণ্ডলিনী।†

---

* । গুণিন্ = বিষ-বৈদ্য।
† । হেন কুণ্ডলিনী = কুণ্ডল আকৃতি বেণী।

(৬)

বহুরূপী হেরি তোমা, আমার নয়নে,
নারীকুল-চিরশোভা শ্যামকান্তি কেশ !
প্রাতে যবে, অবগাহি বিমল জীবনে,
সুখে কুল বধূগণ, এলাইত কেশ
প্রাসাদ শিখরে উঠে, ভানুর কিরণে
বিস্তারি কমলকরে শুকাতে তোমায়।
ভাবুক সুজন, দেখ ভাবি মনে মনে,
কত শত চারু শোভা, ধরে গো তাহায়
ছাড়িয়া নিতম্ব গুরু, মন্থর গমনে
কামিনীর, মৃদু মৃদু দোল তুমি যবে,
কেবা নাহি ভালবাসে দেখিতে নয়নে
হেন অপরূপ রূপ এ অসীম ভবে ?
কৃষ্ণচূড়া রূপে, পুনঃ উঠ দ্বি-প্রহরে
শ্রমশীলা চারুশীলা ললনার শিরে।

(৭০)

হতাশে।

দেখিনাত কই, আর তাহার লিখন!
সত্য সত্য সে কি মোরে ভুলিল এখন!
বিস্মৃতি-সাগর-নীরে, অসীম অতল,
পাষাণ চাপিয়া মোরে দিলা রসাতল!
ছিড়িঁলা, ছিড়িঁলা কিহে, প্রিয় প্রেম তার,
মনোহর রাগে সে কি বাজিবেনা আর!
এত আশা, ভালবাসা, আদান প্রদান,
অবশেষে এইরূপে, হইল নির্ব্বাণ!
কত বর্ষ কত কষ্টে, করি প্রাণ পণ,
পরাস্তিয়া প্রভঞ্জন, ভীম আবর্ত্তন,
অদর্শন-গিরিশৃঙ্গ তোয় নিমগন,
আনিলাম যে তরণি সৈকত সদন,
সহসা ডুবিল সে কি, তটিনীর নীরে,
অভাগারে কান্দাইয়া, চিরদিন তরে!

(৮)
উষা।

কেন, অয়ি বিনোদিনি, নিত্য তোমা হেরি,
নিশা অবসান কালে পূরব গগনে,
আবরিয়া ঘোমটায় সুচারু আননে ?
হায়, কেন ভিজাইছ, প্রকৃতি সুন্দরী,
স্নিগ্ধ নীহারের রূপে অশ্রু বরিষণে ?
অনূঢ়া বালিকা তুমি, তাই কি, ললনে,
প্রকাশ মনের দুঃখ, আসিয়া নির্জ্জনে ?
মলিন বদনে ! হায় মরি , চন্দ্রাননে,
আবার দিনেশ যবে প্রকাশিয়া কর,
তুষিতে দিবায়, উঠে উদয়-শিখর,
তখন, কেন বা তুমি দুঃখিনীর বেশে,
ধীরে ধীরে কর গতি পশ্চিম প্রদেশে ?
পর পুরুষের ছায়া হেরিলে নয়নে
পাপ বিচারিয়া, ধনি, যাও কি ভবনে ?

(৯)

বিদ্যা।

দিনেশ উদয়ে যথা তমঃ দূর হয়,
তেমতি প্রভাবে তব, অজ্ঞান আঁধার,
বিদ্যা প্রভাময়ি, ভবে তিরোহিত হয় !
কত পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় অনিবার,
বিশ্বে, তব সুশীতল অম্লান কিরণে,
কে জানে তা, জ্ঞানময়ি ! ঋতু-কুলেশ্বরী
সর্ব্বকাল, দেখি, তুমি এ ভব কাননে।
বৃথাই জীবন তার, যে তোমার অরি !
তব সম স্নেহময়ী কে আছে ধরায় ?
বসুমতী ফলবতী নদীর প্রসাদে !
আবির্ভাবি নদী রূপে কিন্তু লোকালয়,
দেহ তুমি নানা জাতি ফল অবিবাদে।
তোমার চরণ পূজি শত শত নর,
ভাঙ্গিয়া বিধির বিধি, হইল অমর।

(১০)
কল্পনা।

কে চিনিত কালিদাসে আজ এ ভুবনে,
রত্নাকর রত্নাকরে, পরাশর সুতে,
তুমি যদি তাহাদের ঠেলিতে চরণে ?
ধন্য, গো কল্পনে, তুমি বিখ্যাত জগতে!
তোমার আশ্রয়ে নর, সামান্য জীবনে,
মুহূর্ত্তে ভ্রমিছে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে।
অসাধ্য করম যাহা, বিধির বিধানে;
অনায়াসে সাধে তাহা এ মহী মণ্ডলে
তোমার প্রসাদে, অয়ি মানস মোহিনি!
কবির সর্ব্বস্ব ধন তুমি, বিনোদিনি!
বসিয়া গৃহের মাঝে, সামান্য কুটীরে,
কে ভুঞ্জিত স্বর্গ-সুখ তোমার বিহনে ?
কুসুম তুলিত কেবা, সুখে ধীরে ধীরে,
ত্রিদিব নন্দন বনে, দেব, দেবী সনে ?

(১১)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মধুর সময়ে যথা মধু-সহচর,
গায় গীত পঞ্চস্বরে, মোহিয়া ভুবন ;
কিম্বা শিলীমুখ কমলিনী-মনোহর,
গুঞ্জি' গুঞ্জি' ভ্রমে নানা কুসুম কানন ;
অথবা গোবিন্দ যথা বাজায়ে বাঁশরী,
মোহিত করিল সর্ব্ব গোকুল-নিবাসী ;
তেমতি মহিলা তুমি বঙ্গ-নর-নারী,
শ্রীমধুসূদন কবি ! তব হৃদে আসি,
সদাই করিত কেলি কল্পনা সুন্দরী।
পয়ার-প্লাবিত দেশ তুমি উদ্ধারিলা !
শ্বেতাম্বরা বীণা-পাণি-পাদ শিরে ধরি,
নানা দেশে, নানা রসে সুখে খেলাইলা,
সুচতুর যাদুকর যথা যাদুবলে,
খেলায় বিবিধ খেলা এ মহী মণ্ডলে।

(১২)

মনস্তাপে।

প্রিয় সখে !

ক্ষম অপরাধ মম, ক্ষম অপরাধ ;
প্রণয়-প্রবাহে এবে বান্ধিলাম বাঁধ।
দয়া, মায়া, স্নেহ, ধর্ম্ম দিলাম বিদায়,
নিতান্ত পাষাণে চাপি রাখিনু হিয়ায়।
আর না দেখিবে ইহা চারু নব ঘনে ;
লোহিত বরণ ভানু পূরব গগনে ;
বিমল হিমাংশু, তারা, সুনীল অম্বর,
পশু, পক্ষী আদি কিম্বা শ্যামল প্রান্তর ;
সরসীর বক্ষে হেরি কুমুদ, কমলে,
নাচিবেনা আর সুখ-অনিল হিল্লোলে।
কল্পনা-সখীর সনে, আনন্দিত মনে,
গাঁথিবে না আর মালা বসিয়া নির্জ্জনে !
ভাঙ্গিলাম, ভাঙ্গিলাম প্রণয়-শৃঙ্খল,
ত্রিভুবনে যাঁর তরে সকলি বিহ্বল !

(১৩)

মর্ম্মপীড়া

কেন যে বিষাদে মম সতত অন্তর,
দহিতেছে হুহু ক'রে, কে কবে তা মোরে ?
কে ক'বে, কেন যে এই অসীম প্রান্তর,
হেরিয়া খেদেতে হায় সদা আঁখি ঝরে ?
কারাগার সম কেন ভাবি বা আগার ;
কেন দিবা নিশি ভ্রমি পরের আলয় ?
ভাবিতেছি ভূমণ্ডল অসীম কান্তার ;
মিলিতে মানব সনে চাহে না হৃদয় ;
কেন নাই ইচ্ছা আর বসন, ভূষণে ;
দুর্ল্লভ জীবন প্রতি নাহি সে যতন ?
কেন হেন ভাব মোর সুখের যৌবনে ?
হেন কালে এই স্বর করিনু শ্রবণ,—
"দারুণ আঘাত হৃদে পায় যেই জন,
এ জীবনে সুখ তার নিশার স্বপন।"

(১৪)

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু।

কে বলিবে ভাগ্যবান্, তাঁ'রা নাহি হ'ন,
যাঁহাদের ডাক তুমি পিতা, মাতা বলি;
কে বলিবে পুণ্যধাম, নহে সেই স্থান,
যে স্থানে জনম তব হয়েছে, রমেশ!
ধন্য এ বাঙ্গালি জাতি, ধন্য এই দেশ,
যে কুলে যে স্থানে, ধীর, তব অধিষ্ঠান:
নব বিকশিত যথা কোকনদ কলি,
শোভায় দর্শক আঁখি করিয়া হরণ,
বিমোহিত করে সবে, চারু পরিমল,
দান করি অকাতরে; সেরূপ, ধীমান্,
অবনীর মাঝে তুমি চারু শতদল।
তুল্য তুমি রূপে গুণে; তোমার সমান,
বালক বয়সে কেবা যশের কেতন,
উড়াইল অনায়াসে অসীম গগন?

(১৫)

আশা।

আশা!
আর কেন কর বাসা, আমার অন্তরে?
আর কেন, আর কেন শ্রবণ বিবরে,
যাদুকরী প্রায় হায় আশ্বাসিছ বল?
কেন বৃথা কর যত্ন জানিয়া বিফল?
বঙ্গের বালিকা যথা সদা ইচ্ছে মনে,
পুণ্যমাসে পুণ্যসরে রাখিতে জীবনে*।
দেখাইয়া দূরস্থিত শশাঙ্ক গগণে,
শিশুর সদৃশ কেন নাচাইছ মনে?
কে পারে আনিতে রবি তামসী নিশায়;
ফিরাতে সর্পের বিষ উঠিলে মাথায়?
দেখাইয়া মরীচিকা অসীম প্রান্তরে,
করিতেছ ক্লান্ত মম মন-মৃগ বরে?
কৃত্রিম জলদে ঢাকি রোহিণী-সখায়,
তৃষিত চকোরে মরি জ্বালাইছ হায়?

*। বঙ্গ দেশের বালিকারা ব্রতোপলক্ষ্যে বৈশাখ মাসে যে পুণ্যপুকুর পূজা করিয়া থাকে, এস্থলে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে।

(১৬)

কবি।

ধন্য তুমি নরকুলে, ধন্য তুমি ভবে,
হেন ভাগ্যবান্ কোথা বল কেবা কবে?
কি দিব অপর সনে আর পরিচয়;
সৃষ্টিকর্ত্তা সম তুমি কৌতুকী অক্ষয়।
কেপারে তোমাকে কবে করিতে অধীন?
তোমার কল্পনা ভবে সর্ব্বদা স্বাধীন্।
তোমার মন্ত্রের বলে নর, নারীগণ,
কভু হাসে, কভু কাঁদে উন্মাদ যেমন।
এ তিন সংসার তব রম্য উপবন।
যাহা ইচ্ছা মুহূর্ত্তেকে পাও দরশন।
কবিতা বনিতা তব, চিত্ত-মুগ্ধকরী,
শ্রেষ্ঠ সহচরী অই প্রকৃতি সুন্দরী।
কুল-লক্ষ্মী কল্পনা; রস সহচর;
ধন্য, ধন্য, ধন্য তুমি, ভাবুক প্রবর!

(১৭)

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমানে এই বঙ্গ-কুসুম কাননে,
ফুটিয়াছে যত ফুল, তা সবার মাঝে
শ্রেষ্ঠ তুমি, মহামতি। শারদ গগনে,
শোভে যথা শশধর, নক্ষত্র সভায়।
বঙ্গের ভূষণ তুমি; তোমার প্রভায়
আলোকিত বঙ্গদেশ সুকাব্য-কিরণে।
ধন্য তুমি কবিবর! বিদেশী সমাজে
তব গ্রন্থ অনুবাদ করিছে যতনে।
সার্থক দুহিতা তব দুর্গেশ নন্দিনী,
চৌধুরাণী, সূর্য্যমুখী, কপাল কুণ্ডলা,
ভ্রমর, দলনী, আর সতী মৃণালিনী!
নানা রূপে নানা দেশ যারা উজলিলা।
সীতা-শোক-স্রোত যদি শুকায় কালেতে
তোমার আয়েষা দিল কণ্টক সে পথে।

(১৮)

প্রিয়—প্রতি

কি স্বদেশে, কি বিদেশে, গহনে, কন্দরে,
রেণু পূর্ণ মরুভূমে, অসীম সাগরে,
সুন্দর প্রাসাদোপরি, পত্রের কুটীরে,
বৃক্ষতলে, তৃণ'পরে, তটিনীর তীরে,
উত্তাল-তরঙ্গ-ময়ী স্রোতস্বতী পরে,
আবরণ হীন জীর্ণ তরণি মাঝারে ;
অথবা সে দেশে, যথা ধবল তুষার
আবরিয়া থাকে সদা প্রান্তর, আগার;
কিম্বা সেই দেশে যথা বর্ষে একবার
দেখা দেয় প্রভাকর, মলিন আকার;
অথবা সে দেশে, যথা খরতর করে,
দহন করিছে সদা মানব নিকরে ;
যখন যথায় থাকি, যে কোন দশায়,
অকাতরে তব পানে, মম চিত ধায়।

(১১)

হতাশের আক্ষেপ

আবার অন্তর কেন হইলে চঞ্চল ?
জান না দরিদ্র আমি বিহীন সম্বল !
যে আশা জীবনে কভু সফল হবেনা,
কেন বৃথা তুমি তাহা কররে ভাবনা !
সুখ-আশা ভ্রমে আর কখন করনা ;
নির্ব্বাপিত দুঃখানল, আর জ্বালিও না ।
বিস্মৃতি-বারিধি তলে অতীব গোপনে,
ডুবাইয়া রাখ যত আশা সাবধানে ।
একান্ত যদ্যপি তুমি হও হে কাতর,
দেখিয়া দুর্দ্দশা তার, যাহার অন্তর,
নিয়ত কাঁদিছে হায় আমার কারণ,
তাহলে গোপনে অশ্রু কর বিসর্জ্জন ।
কাঁদিতে করেছি আমি জনম গ্রহণ,
কাঁদিব, যাবত দেহে থাকিবে জীবন ।

(২০)

কৃপণ।

মধুকর ক্ষুদ্র কীট, একান্ত অজ্ঞান,
তবু সে না রাখে মধু, মধুক্রমে তার,
বঞ্চিয়া জীবনে। কিন্তু সংসারের সার
জন্মিয়াছ নর-কুলে, তুমি জ্ঞানবান;
বঞ্চিয়া জীবনে তবে, না তুষি উদর,
কেন হেন হীন বেশে ভ্রমিছ ধরায়?
তুমি কি জান না, মূঢ়, প্রাণিগণ হায়
সাগর তরঙ্গ সম; সদা কাল-চর
ভ্রমিছে পরশু করে নির্দ্দয় হৃদয়।
ভ্রমে মাতি অনাহারে পূরি ধনাগার
তস্করের ত্রাসে কেন সদা অনিদ্রায়,
যাপন করিছ নিশা? এ কি কুবিচার!
হা বিধাতঃ! এ কি বিধি তোমার বিধানে,
কীট হতে হীন নর! এ কি সহে প্রাণে?

(২৯)

দাম্ভিক।

এই কি ফলিল ফল তোমা ভালবাসি,
দুর্ম্মুখ দাম্ভিক মূঢ় ? যবে মনে হয়
তোমার কুরীতি, নীতি, ইচ্ছি প্রাণ নাশি।
সুধার সাগরে কি রে গরল উদয় ?
যবে তুমি ক্রোধ বশে হায় অকারণ,
বরষ কুবাক্য-স্রোত তাহার উপরে,
ভাবিত তোমারে সেই জীবন-জীবন,
শেল সম বাজে তাহা তাহার অন্তরে।
শুনিয়াছি শিলাময় নীরস পর্ব্বত,
কিন্তু তাহে জন্মে নদ, নদী, বৃক্ষগণ ,
ক্লান্ত পান্থ, পশু, পক্ষী আদি প্রাণী যত,
তাহার আশ্রয়ে শ্রম নাশে অনুক্ষণ।
কেমন কঠিন কিন্তু তোমার হৃদয়,
তুলনা বিহীন এই বিস্তৃত ধরায়।

(২২)

নিশায় খদ্যোত আবৃত বৃক্ষ দর্শনে।

কি হেরিনু অপরূপ নিশীথ সময়,
রজনীর কোলে অই হীরক-মণ্ডিত
সুমেরু-শিখর সম, উজ্জ্বল বিভায়
তড়িত সদৃশ, দিশি করে আলোকিত?
কত দিন এ সময়ে, অই স্থান প্রতি,
করিয়াছি দৃষ্টি, কিন্তু কোন দিন হেন
হয় নাই দরশন অপরূপ জ্যোতি;
করে নাই বিমোহিত কভু মম মন।
ধন্য তুমি, বসুমতি! তোমার ভবনে,
কোথায় যে কত রত্ন, কেবা তাহা গণে
অহঙ্কারে মত্ত হায় যে জন ভুবনে
সামান্য ভূষণ, কিম্বা রূপের কারণ;
কত রূপে রূপবতী, ভূষিতা ভূষণে
দেখুক সে আসি এবে ধরায় এখন।

(২৩)

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আছে কি এ হেন শব্দ ভাষায় কখন,
যাহে, এ অন্তর ভাব, করিয়া প্রকাশ,
গাইব তোমার গুণ ? ধরে কি ধরণী
হেন ভাব, অলঙ্কার, তোমার মূরতি
সাজাব চিত্রিত করি, যাহে, মহামতি ?
ভুবন উজ্জ্বলকারী, সত্য দিনমণি,
কিন্তু ঘন করে তার গৌরব বিনাশ ;
বিখ্যাত বারীশ, চির রতন-ভবন,
বিচরে তাহাতে সদা হিংস্র প্রাণিগণ ;
নিয়ত দয়ার্দ্র চিত্ত, জলদ-আসার,
কিন্তু মাঝে মাঝে করে, প্লাবিত ভুবন ;
তোমার সুযশ কিন্তু বিদিত সংসারে,
অসীম, অপ্রতিহত, সর্ব্বগুণাধার।
ধন্য ভবে আবির্ভাব, মনীষি, তোমার।

(২৪)

ঐ

কি বলিয়া সম্বোধিবে, তোমারে এ দাস
যতিকুল-চূড়ামণি ? বিধি এ সংসারে,
সর্ব্বগুণে বিভূষিত করিল তোমারে।
কেবা পারে তব গুণ করিতে প্রকাশ ?
ঈর্ষাবশে কত জন, লইছে উপাধি,—
বিদ্যার সাগর ; কিন্তু তোমার সমান
সর্ব্বগুণাধার কেবা আছে বিদ্যমান ?
ঈশ্বর-সাগরে রত্ন নাহিক অবধি।
অক্ষয় তোমার নাম, কীর্ত্তি অনশ্বর।
নিন্দে অকারণ তোমা জ্ঞান হীন নরে।
তোমার রচিত গ্রন্থ পড়িলে সাদরে,
জ্ঞানের মন্দির হয় তাহার অন্তর।
বালক, বালিকা, কিম্বা কুল-বধূগণ,
নাহি চিনে কঁ, খ, সনে, তোমা কোন্ জন ?

(২৫)

ঐ

কে বলে তোমায় সুধু বিদ্যার সাগর ?
ভব-হিত-ব্রত যাঁর জীবনের সার।
ঋষিগণ ছিল সত্য ধার্ম্মিক প্রবর,
কিন্তু নহে তব সম সর্ব্ব গুণাধার॥
লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ আদি রিপুচয়,
কোন্ কালে, কোন্ নর, করিয়াছে জয় ?
দুঃখিনী অবলা-দুঃখ, করিতে মোচন,
অকাতরে, অবিরাম, করি দৃঢ় পণ,
তুমি একা যুঝিতেছ, নিস্বার্থে, নির্ভয়ে
অসংখ্য বলিষ্ঠ, ধনী, জ্ঞানী অরি সনে।
তোমার প্রসাদে মোরা পাইনু আলয়ে,
শ্রীমধুসূদন কবি ; পর্ব্বতে, গহনে,
অসভ্য সুসভ্য হল; হিন্দু-সুতগণ,
উচ্চ শিক্ষা পায় এবে ভারত-ভবন।
ভারত উজ্জ্বল আজ তোমার কারণ।

(২৬)

প্রবঞ্চনা।

যখনি তোমার কথা, মোর মনে হয়,
তখনি কাঁপিয়া উঠে আমার হৃদয়,
রে পাপিনি প্রবঞ্চনে ! তুমি অনিবার
করিতেছ, মর্ম্মভেদি কার্য্য দুর্নিবার।
যত কষ্ট পায় লোকে জগত মণ্ডলে
অর্দ্ধেক তোমার তরে, হায় তব ছলে।
অধর্ম্ম তনয় তব, মিথ্যা লো নন্দিনী,
বাহিরে সরল মূর্ত্তি, হৃদে বিষ-খনি।
সর্প বটে ভয়ঙ্কর, জীবকুল-অরি ;
কিন্তু সে তোমার সম, নহে অপকারী ;
ত্রাস চিতে সতত সে ভ্রমিতেছে দূরে ;
তোমার আসন কিন্তু জীবের অন্তরে।
এক ভিন্ন তব তুল্য ভবে নাই আর,
পাপিনী কুলটা যার খ্যাতি অনিবার।

(২৭)

রোগ।

কত যে যাতনা তুমি দেহ অকারণ,
অগণন প্রাণিগণে, অসীম জগতে,
পারে কি কেহ তা কভু করিতে বর্ণন ?
লেখনীর সাধ্য কিছু আছে কি ইহাতে ?
কখন না ! হায়, কীর্ত্তি স্মরিলে তোমার,
ভৈরব মূরতি মূঢ়, অন্তর কাঁপয়।
দিয়া দুঃখ জীবগ্রামে ; হায় অনিবার,
তুমিই পাঠাও কাল-পুরে অসময়,
সুন্দর নগর তুমি কর গো কান্তার ;
বালকে প্রাচীন ভাব পরশে তোমার।
বিষ যথা স্পর্শমাত্র প্রাণি-কলেবর,
তুমিও তেমতি তায় বিবরণ কর।
জীবন-কুসুমে তুমি, কীটের দোসর,
তব তুল্য জীব-শত্রু নাই ভবে আর।

(২৮)

দুঃখ ।

বড় ভালবাস তুমি, আমায় নিয়ত ।
জনম অবধি মম এক দিন হায়,
ছাড়িলে না অভাগারে মুহূর্ত্ত সময় ।
কি হেতু তোমার প্রিয় হইনু এমত ?
মম কাছে ভ্রমে এই অসংখ্য জীবন,—
পশু, পক্ষী, কীট নর, নারী অগণন ;
ইহাদের কাছে তুমি যাও না কখন ।
কি পুণ্যে ছিঁড়েছে এরা তোমার বন্ধন ?
যাই হ'ক্ নাহি গেলে তাদের নিকট !
কিন্তু যবে প্রাণ মোর করিবে প্রয়াণ,
তখন কোথায় তুমি করিবে প্রস্থান ?
সেই সে বিষম আমি ভাবি গো সঙ্কট !
অভাগা-অন্তর সম নির্ব্বিবাদ স্থান,
ধরায় কি কোথা আর আছে বর্ত্তমান ?

(২৯)

মৃত্যু।

সকলেই ভীত হয় শুনিলে তোমার—
নাম, ভীমকায় মৃত্যু! আমার অন্তর
ভ্রমেও কখন কিন্তু হয় না কাতর
ত্রাসে; যবে ভাবি মনে, পাইব নিস্তার
আশ্রয়ে তোমার কিন্তু, অহ্লাদে হৃদয়
উঠে নৃত্য করি মম। সুখের সদন
ধরা ভাবে যেই জন, তোমার বদন
বিকট, নিকটে তার। কি বলিব হায়,
অধীনতা, পরিতাপ, রোগ, শোক আর
সতত যাহার হিয়া করিছে বেষ্টন,
সে তোমায় ভয় হায় করে কি কখন?
কি আশ্চর্য্য! তব প্রতি প্রীতি নাই যার,
তারে তুমি স্নেহে সদা কর আলিঙ্গন,
না যেয়ে তাহার কাছে, যে করে যতন।

ঐ

এস, এস মোর কাছে, বিলম্ব কর না ;
আনন্দে তোমায় আমি করি নিমন্ত্রণ।
ধর ধর প্রাণ মম, কর গো গমন।
যে তোমায় শত্রু ভাবে, তথায় যেও না।
জগতের অরি তুমি, সত্য সে কাহিনী ;
কিন্তু মোর সনে নয়। জগতের সনে,
নাই হে সম্বন্ধ মম, তেঁই সে যতনে
প্রফুল্ল অন্তরে আজ তোমায় আহ্বানি।
মম দুঃখ-পাত্র পূর্ণ গলায় গলায়,
অদৃষ্টের লিপি ক্রমে জানিনু নিশ্চয়,
হইয়াছে আশা-গৃহ হায় শূন্যময়,
তবে আর বৃথা কেন থাকিব ধরায় ?
যে কারণ এসেছিনু তা'ত সব হল,
তবে আর বিলম্বেতে কিবা ফল বল, !

(৩১)

সুখ।

কিবা যে পদার্থ তুমি, কেমন আকৃতি,
অভাগা তা এ জীবনে কভু জানিল না।
জন্মান্তরে জানিব কি, তাহাও জানি না।
কে জানে প্রাণান্তে মোর কোথা হবে গতি
শুনেছি সুধার সম তুমি, বিশ্বোপরে,
লোকে বলে, পেয়ে সদা তব আস্বাদন।
সুধা আর তুমি তুল্য আমার সদন ;
চিনিল না কভু দোঁহে এ পোড়া অন্তরে !
কি দোষ দেখিয়া তুমি বাম মম প্রতি;
কি রূপে বা সেই দোষ হইবে মোচন,
বল হে আমায়, অয়ি পূজিত ভুবন,
কাতরে তোমায় এবে, করি গো মিনতি।
সর্ব্ব প্রাণি-হৃদে তুমি নিয়ত বিহর,
কি হেতু ছেড়েছ হায় অভাগা-অন্তর !

(৩২)

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার রায় ।

কি বলিয়া সম্বোধিবে তোমায় এ দাস,
হিন্দুকুল-চূড়ামণি,* রতন-কুমার ?
নরোত্তম তুমি, তাত। তব সহবাস
সদা সুখে গুণসিন্ধু পণ্ডিত মাঝার ;
দিবস যামিনী গত শাস্ত্র আলাপনে ;
সতত মধুর ভাষে, তোষ সর্ব্বজনে।
কে রাখিল তব নাম চন্দ্র, গুণাধার ?
শশাঙ্ক সদৃশ তোমা বলে কোন্ জন ?
যে হেতু কলঙ্কী তিনি, পুরাণে প্রচার।
তোমার কলঙ্ক কবে কে করে শ্রবণ ?
চির মূঢ়মতি আমি, অন্ধকূপে বাস,
কোথা পাব রত্ন রাজি সুবাক্য নিচয়,
সাজাতে তোমার গুণ, করিতে প্রকাশ,
সুকবির সম, হায়, পুণ্যের আলয় ?

* । জেলা যশোহরের অন্তঃপাতি নড়াইল গ্রামের জমীদার মহাত্মা ৺বাবু রামরতন রায় মহাশয়।

(৩৩

কোন এক গায়কের প্রতি।

গাও, গাও, গাও এবে অতি উচ্চৈঃস্বরে,
মানস মোহনকারী সঙ্গীত তোমার।
শুনেছি সঙ্গীত হয় সুধার আধার,
নিরেট পাষাণ মন বিমোহিত করে।
গাও, গাও, গাও তবে, গাও গো এখন,
স্বর মিলাইয়া যন্ত্র লয়ে নিজ করে,
ধর তান সুমধুর, সুধা যাহে ঝরে,
দেখিব গীতের আজ ক্ষমতা কেমন।
যদি পার মম মন, করিতে মোহন,
তবে সে জানিব আজ ক্ষমতা তোমার!
সাধারণ লোক যত, সরল অন্তর,
বিমোহিত হয়, ছন্দ করিলে শ্রবণ;
আমার অন্তর কিন্তু, নহে গো তেমন।
পশিছে দুরন্ত কীট ইহাতে এখন।

(৩৪)

পুত্রহীনা মাতা।

ভীম বলী প্রভঞ্জন- নিদারুণ-কোপে,
ছিন্ন ভিন্ন করে গেলে, প্রকৃতি সদন,
যেমন শ্রীহীনা ধরা হয় দরশন,
নদ, নদী স্থির যেন সেই মনস্তাপে ;
তেমতি তোমায়, কেন দেখি গো নয়নে ?
আহা কেন রহিয়াছ মৃত্তিকা শয়নে,
সুকোমল কলেবর আবরি ধূলায়,
এলায়িত কেশে হায়, পাগলিনী বেশে,
নড়ে না যে দেহ আর, যেন শব প্রায় !
কেবল ভিজায়ে অশ্রু সুকপোল দেশে
বহিতেছে অনিবার রজত রেখায়।
বুঝেছি, বুঝেছি এবে, অয়ি বিষাদিনি,
পশিয়া নির্দ্দয় কাল তোমার হিয়ায়,
হরিয়া লয়েছে তব হৃদয়ের মণি।

(৩৫)

মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সর্ব্বগুণে গুণী তুমি, ধার্ম্মিক রতন,
সাগর বিবিধ যথা রতন ভবন।
শুনিয়াছি ব্যাস-মুখে, পাণ্ডুকুলেশ্বর
পুরাকালে ছিল এক দোষ শূন্য নর।
কিন্তু অসম্ভব সবে ভাবিত তাহায়!
দোষ শূন্য নর কভু হয় কি ধরায়?
প্রত্যক্ষ করিতে তাহা এতকাল পরে,
পাঠাইলা বিধি বুঝি তোমা বিশ্বোপরে?
দিনেশ আসিয়া যথা উদয়-অচলে,
বিনাশি তিমির রাশি, জগত উজলে;
তেমতি তুমিও, দেব, পবিত্র অন্তরে,
উজলিলা ধর্ম্ম-গিরি আরোহণ করে।
ফেলিয়াছ দূরে ছিঁড়ি পাপ দেশাচার,
যথার্থ ধর্ম্মের সূত্র করিয়া বিস্তার।

(৩৬)

শিশু।

প্রমোদ কানন যথা কুসুম সুন্দর,
শোভাকরে অপরূপ মন তৃপ্ত কর ;
কিম্বা নিশাকর যথা উদিয়া অম্বরে,
তামসী নিশায় চারু বিভাসিত করে :
অথবা সরসী মাঝে কমল যে রূপ ;
গৃহস্থ আলয়ে তুমি হও সেই রূপ।
নিয়ত খেলিছ সুখে, নাহিক ভাবনা ;
দুরূহ সংসার-কষ্ট কিছুই জান না।
হাসিছ, গাইছ, কভু নাচিছ সঘনে ;
ভিন্ন জ্ঞান নাই তব ভস্ম আর ধনে।
সরল অন্তর তব, সরল ভাবনা ;
দ্বেষ, হিংসা, প্রবঞ্চনা, কিছুই জান না।
মান, অপমান আর শত্রু আচরণ,
সকলি তোমার কাছে তুল্য দরশন।

(৩৭)

ঐ

তোমার অমৃত হাস্য, করিলে দর্শন,
নিরেট পাষাণ হলে সে গলে তখন।
অমিয় জড়িত তব আধ আধ ভাষ,
শুনিলে কাহার মনে না হয় উল্লাস ?
উঠিয়া যখন তুমি মানবের কোলে,
আধ আধ ভাষে ডাক আমোদ হিল্লোলে
তখন যে সুখে ভাসে অন্তর তাহার,
আছে কি তেমন সুখ, এ বিশ্ব মাঝার,
তার তুল্য সুখ পারে প্রদানিতে তায় ?
ধরায় ত তাহা কভু দেখা নাহি যায় !
হক্ নর রাজ্যেশ্বর, যক্ষ-পতি ধনে,
কাঁপুক তাহার, ত্রাসে সবে ত্রিভুবনে,
না হলে ভবনে তার, তব অধিষ্ঠান,
ধিক্ তার রাজ্যধনে, সংসার শ্মশান !

(৩৮)

কালিদাস ।

শুভক্ষণে ধরেছিলে, তুমি, মহামতি,
কবিবর কালিদাস, লেখনী জগতে !
শুভক্ষণে ধরেছিল, গর্ভে বসুমতী,
তোমা, দ্বিজবর ! যথা উদয় পর্ব্বতে,
আবির্ভাবি দিননাথ, বিস্তারি কিরণ,
বিলসিত করে ধরা; তুমি ও তেমতি,
উজ্জলিলা ভারতের কমল বদন,
বিস্তারি কবিতা রাশি, কবিকুলপতি !
কুসুমের মাঝে যথা শ্রেষ্ঠ কমলিনী,
উড়ে আসে শত শত, নানা দেশ হতে,
মধুকর, সুমধুর সুধা তার পীতে ;
কবিতা-কাননে তথা তব শ্লোক শ্রেণী
দেশ দেশান্তর-লোক প্রফুল্ল হৃদয়,
আসিতেছে তার সুধা পানের আশয় ;

(৩১.)

বিক্রমাদিত্য।

গ্রহগণ মাঝে যথা চন্দ্রমা সুন্দর,
নৃপকুলে, মহামতি, তুমিও তেমতি।
নক্ষত্র সদৃশ যত গুণের আকর,
বেষ্টিয়া থাকিত তোমা হরষিত মতি।
কে বলে মানবে নাহি ভবিষ্যত জানে?
বিক্রম-আদিত্য তবে, যখন শৈশব,
কে রাখিল তব নাম? যে নাম শ্রবণে
কাঁপিল হৃদয় ভয়ে, হইল নীরব,
দিগ্বিজয়ী রণ-দক্ষ দুষ্ট চক্রপালে।
দরিদ্র সমীপে তুমি কল্পতরু সম।
অসীম জগতে, তুমি গুণে অনুপম।
তোমার গৌরব-সিন্ধু না শুকাবে কালে;
উজ্জয়িনী নাম যার, ধন্য সে নগরী,
উদিলা যে স্থানে তুমি, জ্ঞান-দীপ ধরি;

(৪০)

বাল্মীকি।

রত্নাকর, সত্য তুমি রতন-আলয়!
কিন্তু এ উপাধি নহে তব অভিনীত।*
না হয় ইহাতে মম চিত্ত উল্লাসিত।
কবিতা কুমারী যার, সে হেন পিতায়,
এ হেন উপাধি কি গো হয় সমুচিত?
জানি না ইহাতে কা'র মন সন্তোষিত।
যে গুণ তোমায় ধাতা করিলা প্রদান,
জগত অক্ষম কিন্তু করিতে বর্ণন।
তেঁই রত্নাকর বলি, এবে সম্বোধন,
করিলাম অনিচ্ছায় তোমায়, ধীমান্।
শুভক্ষণে ব্যাধবর বিন্ধেছিল বাণে,
ক্রৌঞ্চ-বধূ সহ ক্রৌঞ্চে, তেঁই এ ভুবনে,
কবিতা লভিলা জন্ম তোমার বদনে;
সুধা উপর্জ্জিল যথা সাগর মন্থনে।

* অভিনীত = উপযুক্ত

(৪৬)

আশা-নিষ্ফলা।

বার বার, এইবার, আশা মায়াবিনী,
দিলাম বিদায় তোমা চিরকাল তরে।
যথা ইচ্ছা কর গতি তুমি, বিনোদিনি।
পাইবে না স্থান আর এ দগ্ধ অন্তরে।
ক্রমে ক্রমে নানা রূপে জেনেছি বিশেষ,
কুহকিনী সদা তুমি প্রবঞ্চনাময়।
অজ্ঞান নির্ব্বোধ সহে যাতনা অশেষ,
শুনি তব মধুমাখা মন্ত্রণা নিচয়।
যে জন স্বপনে হায় করে হে বিশ্বাস,
সত্য বলি তার কাণ্ড করে আন্দোলন;
সেই শুনে এক মনে তোমার আশ্বাস।
নতুবা জগতে আর কে আছে এমন,
হবে তব বশীভূত, জানি তব গুণ;
যে হেতু কপালে মোর লেগেছে আগুন।

পূর্ণিমার চন্দ্র।

বড় যে হাসিছ আজ, রোহিণী মোহন,
স্বগণ-সভায় বসি গগনে নির্ভয়ে,
পরাইয়া রজনীরে কৌমুদী-বসন,
হাসাইয়া কুমুদীরে স্বচ্ছ জলাশয়ে ?
বুঝেছি ! পেয়েছ আজ পূর্ণিমা নিশায়,
পেয়েছ সুখের দিন অতি মনোহর।
হেসে খেলে লও এবে সুখে, সুধাকর।
নিদারুণ কালে কভু বিশ্বাস ত নয় !
কি দিব অপর সনে তার পরিচয়।
আছিল পদার্থ এক সুখে হৃদে মম,
একদা হাসিত যাহা সদা তব সম ;
এখন সে রূপ কিন্তু দেখি না তাহায়।
কিছুকাল পরে তুমি হইবে যেমন,
কালচক্রে এখন (ও) সে হয়েছে তেমন !

(৪৩)

রজনী।

এস না, এস না তুমি, আর এ জগতে,
অয়ি নিশা তমোময়ি, করি এ মিনতি।
যত দিন পরাধীন থাকিব গৃহেতে,
তত দিন অন্য স্থানে হ'ক্ তব গতি।
হেরিলে তোমায় বটে ম্লান হয় ধরা,
জ্বলে কি তাহার হৃদে হেন বৈশ্বানর?
কি বলিব, নহে তাহা নরের গোচর!
আমার হৃদয়ে কিন্তু জ্বলে যে অনল,
ভাবিলে, তোমার ঘোর আঁধার বদন,
নিতান্ত কঠিন, তাই হয় না বিকল;—
পাষাণ অন্তর পোড়া দুঃখের কারণ*।
মম সম মন্দভাগ্য কে আছে জগতে?—
নর হয়ে পক্ষী† সম, হইলাম কালে!
কি কষ্ট বিরহ তাত জান ভালমতে,
গ্রাসে শশী যবে রাহু গগন মণ্ডলে।

* পাষাণ......কারণ=সুখী অপেক্ষা দুঃখী লোকে অতিরিক্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারে। এই হেতু আমি দুঃখী, আমার পাষাণ অন্তর বিদীর্ণ হয় না।

† পক্ষী=চক্রবাক। চক্রবাক যে রূপ যামিনীতে প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া বিরহ বেদন সহ্য করে; আমিও তদ্রূপ ইত্যাদি।

(৪৪.)

যমুনা।

যমুনে !
তুমি কি লো ধনি, সেই অসিত সলিলা ?
তোমার কূলে কি বসি, রাধা, রাধা, বলি,
বাজাতেন বনমালী, মোহন মুরলী ?
যে গীত শুনিতে তুমি হইয়া উতলা,
ফিরাতে বদন হর্ষে, গতি রোধ করি।
তোমার সলিলে না কি ব্রজ-কুল-বালা,
আসিয়া করিত কেলি, ভুলি গুরু জ্বালা
ছিলেন এঘাটে কি গো পাটনী শ্রীহরি ?
কোথা সে কেলিকদম্ব ? যে বিটপ-মূলে,
বসিয়া আপনি হরি, করিলা হরণ,
সরলা বালিকা চারু রাধিকার মন ?
প্রেমে মজি যিনি শেষ ত্যজিলেন কুলে।
কি সুখে, লো ধনি, তুমি ত্যজি এ সকলে
এখন রহিছ হায় এ জগতী তলে !

(৪৫)

কাল।

ভেব না কেহই ইহা কখন জীবনে,
চিরদিন সম ভাবে করিবে যাপন!
অই বীরমণি বসি রাজসিংহাসনে,
অহঙ্কারে স্ফীত করি উরস্ আপন,
কহিছেন নানা কথা, বাতুল সমান।
ভেবেছ কি হেন ভাব রবে নিরন্তর!
তাহলে ত্রিলোক জয়ী রাক্ষস প্রধান,
লঙ্কেশ্বরে যে রমণী দিয়াছিল কর,
বসিত কি একাসনে, বিভীষণ সনে,—
পদাঘাতে যেই জন লইল আশ্রয়,
ত্রাসে, নর বানরের, ত্যজিয়া স্বগণ?
কালের কেমনি গতি! হায় রে যে জন,
রক্ষিতে আপন জায়া, ভাবে অনুপায়,
সিংহের গৃহিণী সেই লয়ে বক্ষঃস্থলে,
করিতেছে ক্রীড়া সদা সুখে, কৌতূহলে।

(৪৬)

ত।

কে আছে জগতে, হায় হেন মূঢ় জন,
সঙ্গীত না করে যার শ্রবণ রঞ্জন ?
শুনেছি যমুনা নদী বহিত উজান,
বাজাতেন বাঁশী যবে মুরলী-বয়ান।
আর এক জন ছিল মোগল ভবনে,
যার গাতে কুলবতী নাশিল নন্দনে।*
সঙ্গীত অমৃত ময়। নতুবা কেমনে,
শুনিয়া বাঁশীর স্বর, বিজন কাননে,
পড়ে জালে অনায়াসে হরিণ, হরিণী,
স্বধর্ম্ম ভুলিয়া যায় কাল ভুজঙ্গিনী,
এ হেন রতন যে না ভালবাসে হায়,
পাষাণ কোমল হয় তার তুলনায় ?
যবে কেহ গায় কভু অচল সদনে,
প্রতিধ্বনি ছলে সেও গায় সেই সনে।

---

* কথিত আছে সম্রাট আকবরের সভার তায়েন সেন নামক প্রসিদ্ধ কলাবৎ একদা এক স্থানে বসিয়া গান করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার অদূরে একটী কুলবতী তাহার শিশুসন্তান সঙ্গে লইয়া একটী ইদাঁরা হইতে জল আনিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গীত শ্রবণে এরূপ বিমোহিতা ও জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন যে, জল-পাত্র ভ্রমে পুত্রের গলে রজ্জু প্রদানে ইদাঁরার ভিতর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।(১).

(৪৭)

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ।*

সুন্দর প্রসূন যথা দুর্গম কাননে,
অকারণ ফুটে হায় প্রকাশি সুঘ্রাণ ;
কেহ কভু নাহি করে তাহার সন্ধান ;
তেমতি তুমিও হায়, এ মর্ত্ত্য ভবনে !
সাগরে কোথায় কত রয়েছে রতন,
হায় রে কি দুঃখ, কেহ করে না যতন,
পাইতে তাহায় ভবে ! কি বিষম ভুল !
এই জ্ঞান এ জগতে চির অপ্রতুল !
সে রূপ এ ধরাধামে কোথা রত্ন কত,
রহিয়াছে ভস্ম চাপা অনলের মত,
কেহই তাহায় হায় করে না যতন !
কেবল কৃত্রিম ধনে ভুলাইছে মন।
দুরাচার হ'ক্ নর, তাহে নাই ক্ষতি ;
হবে সে ধার্ম্মিক, বিজ্ঞ হলে ধন-পতি।

* হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রণেতা ও আর্য্যদর্শন সম্পাদক।

কেহ কেহ বলেন ঐ সময় একটী স্ত্রী গৃহে তরকারী কুটিতেছিল, কিন্তু গীতে মোহিত হইয়া তরকারী ভ্রমে তাহার নিকট উপবিষ্ট শিশুকে বটিঁতে ছেদন করিয়াছিল।(২)

(৪৮)

প্রাণ।

নাই আর ইচ্ছা মম রাখিতে তোমায়।
এ দগ্ধ হৃদয় মাঝে! রাখিয়া কি ফল,
জীবন তাহার, ছয় দোষ ঘটে যার!*
দিবা নিশি দেহ মাঝে জ্বলে গো অনল।
সুখের পদার্থ তুমি। সুখে কর বাস
তাহার অন্তরে, যার আনন্দ সতত।
ত্যজিয়াছে যেই জন সুখ অভিলাষ,
তাহার অন্তর নহে তব অভিমত।
যদি কষ্ট হয় তব এ দেহ ত্যজিতে,
যে হেতু অনেক দিন করেছ আশ্রয়;
সে কষ্ট সামান্য কষ্ট, ভুলিবে কালেতে;
নিত্য নিত্য কষ্ট হতে এ ভাল নিশ্চয়।
যাও, যাও, যাও তবে মোরে দয়া করি;
তুমিও থাকিবে সুখে, আমি দায়ে তরি!

* ঈর্ষী ঘৃণীত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্য শঙ্কিতঃ
পরভাগ্যোপজীবীচ ষড়েতে দুঃখ ভাগিনঃ।

(৪৯)

জ্ঞান।

পরশ পাথর, যথা লৌহ পরিশিলে,
করে তায় মহামূল্য সুবর্ণ উজ্জ্বল ;
তেমতি তুমিও যায় জগত মণ্ডলে,
পরশ, অমর সম হয় সে বিমল।
পরম পদার্থ তুমি, অসার ধরায়।
এই যে জগতে নর সর্ব্ব প্রাণীশ্বর,
কেবল তোমার বলে; তোমার কৃপায়,
স্বর্গ-সুখ ভুঞ্জে হয়ে হরিষ অন্তর,
এই ভব কারাগারে; বিষাদে কখন,
তরল সলিল সম হয় না চঞ্চল।
অনন্ত গগনে যথা উদিয়া তপন,
বিমল আলোক পূর্ণ করে ভূমণ্ডল ;
মানব হৃদয়াকাশে তুমিও তেমন,
অজ্ঞান-তিমির নাশ, প্রকাশি কিরণ।

(৫০)

বুদ্ধি।

সাগর নীরের যথা, নাহিক অবধি,
তেমতি ক্ষমতা তব, জগতে অপার।
বিনা ক্লেশে তথা তব গতি নিরবধি,
মিহির, মারুত যথা নাহি পায় পার।
শশাঙ্ক বিহনে যথা অমানিশা কালে,
তমস আবৃত হয় রজনী সুন্দরী,
যদিও খদ্যোত, তারা, অবনী উজলে;
সেরূপ অপর গুণে যদি নর, নারী,
হয় বিভুষিত, কিন্তু অভাবে তোমার,
দুর্ব্বল, নির্ব্বোধ নাম, লভিবে নিশ্চয়।
তোমার আসন সদা হৃদয়ে যাহার,
ধরায় কি কভু তার হয় পরাজয়?
নর দেহে যত গুণ করি দরশন,
শ্রেষ্ঠ তুমি, গ্রহ মাঝে যেরূপ তপন।

(৫১)

স্বপ্ন।

সৃষ্টির প্রথম হতে যদিও সৃজন ;
মানবের সনে সদা তব সংমিলন ;
কে কবে দেখেছে কিন্তু তোমার বদন,
কুহকিনী বিমোহিনী চটুলা স্বপন ?
দেখেনি যদিও কেহ তোমার বদন,
ক্ষমতার পরিচয়ে জানে প্রাণিগণ,
নিশ্চয় হইবে তুমি ত্রিদিব বাসিনী।
তব রঙ্গস্থল, এই সমগ্র মেদিনী।
দুর্ব্বল, সবল, ধনী, রাজা, প্রজাগণ
সকলি তোমার কাছে তুল্য দরশন।
মানবের সুখ দুঃখ করিয়া হেলন,
সদা রঙ্গ রসে লিপ্ত তব চক্রী মন।
বিচিত্র তোমার কাণ্ড, নাই আদি অন্ত।
ধন্য মায়াবিনী তুমি, প্রভাব অনন্ত !

(৫২)

নিশায় স্বপন।

হায় রে রমণী এক অতুল রূপসী,
রূপের ছটায় যেন উজলিছে দিশি,
যদিও মলিন মরি বদন চন্দ্রমা
আবরি মলিন বাসে সুদেহ সুষমা,
শোক দুঃখে জর জর ব্যথিত অন্তরে,
শিয়রে আমার বসি কহিলা কাতরে,
মৃদু মৃদু সুমধুর সুধা সম ভাষে,
"কেমনে সুস্থির হয়ে ঘুমাইছ বাসে ?
ভারত দুঃখিনী আমি তোমার জননী,
নিরন্তর তাপে দগ্ধ আমার পরাণী !
দেখ, বাছা, চক্ষু মেলি অনন্ত অবনী,
কে আছে অভাগী সম হায় কাঙ্গালিনী !
তাই বলি, উঠ, বাপ, ঘুমাও না আর;
দুঃখিনী মায়ের দুঃখ দেখ একবার।"

(৫৩)

চিন্তা।

বল, হে জগতবাসি, বল হে সকলে,
চিন্তার সাগরে যদি না থাক ডুবিয়া!
বল তুমি পার যদি,—বল হে ভাবিয়া,
রণদক্ষ সেনাপতি; বৃথা বাহুবলে
তবে কেন নাশ রণে অসংখ্য জীবনে?
তুমি পার, মহারাজ, পরামর্শ করি
সুদক্ষ সচিব সনে? কুমার, কুমারি?
তুমি চাষি? তুমি প্রভু? যক্ষ সম ধনে
তুমি? তুমি ব্যবসায়ি? তুমি বিজ্ঞ জন?
তুমি জ্যোতির্ব্বিদ্‌বর? পটু যাদুকর
তুমি? তুমি অর্থহীন? তুমি মত্তজন?
তুমি পর্য্যাটক? তুমি ধার্ম্মিক-সুজন?
তুমি গো বিবেকি? তুমি বিবাহের বর?
কে পারে? কেহ না! অহো! জেনেছি নিশ্চয়,
জগতের মাঝে কেহ চিন্তা শূন্য নয়।

(৫৪)

জন্মদিন।

সকলে কি সুখী হয় শুনিলে তোমার
নাম, জন্মদিন ? হায় ! মাতে কি সকলে,
আনন্দ উৎসবে কভু ? নাচে কুতূহলে ?
ভেব না, ভেব না, তাহা কভু তুমি আর !
যাহারা সংসার মাঝে থাকে নিত্য সুখে,
হাসে, খেলে সবান্ধবে চিত্তের উল্লাসে,
তাহারা তোমায় সত্য সত্য ভালবাসে ;
প্রশংসে তোমায় সদা হরষিত মুখে।
যাহারা নিয়ত কিন্তু ভাসে দুখঃ-নীরে,
রোগ, শোক, ক্ষোভ, তাপ, দরিদ্রতা আর,
করিয়াছে যাহাদের চিত্ত অধিকার,
তাহারা তোমায় ভালবাসে কি সংসারে ?
তুমি যদি মোর প্রতি না হইতে বাম,
তবে কি নির্জ্জনে বসি আমি কাঁদিতাম ?

(৫৫)

যৌবন।

অই যে কুসুম বন, সুন্দর দর্শন,
প্রাতের পথিক যাহে ব্যস্ত অনুক্ষণ,
ভ্রমিতে প্রফুল্ল চিতে, কর নিরীক্ষণ,
শোভিছে অদূরে কিবা মানস রঞ্জন।
মধু সহচরী সম আশা মায়াবিনী,
সতত কুহরে হেথা; যেই রব শুনি,
নির্ভীক, সবল, দৃঢ়, পথিক হৃদয়,
পলায় সত্রাসে দূরে তার ত্রাস চয়;
হৃদয়ের বৃত্তি গুলি হয় প্রস্ফুটিত;
বসন্ত দর্শনে যথা ধরা বিকশিত।
নব নব ভাব রাশি তাহাতে উদয়।
প্রেম-সুধা-সিক্ত হয় নিয়ত হৃদয়।
কাননের মাঝে যথা নন্দন কানন;
জীবন-বিপিনে ইহা হয় গো তেমন।

(৫৬)

অর্থ।

ফল শূন্য মহীরুহ শোভা নাহি পায়,
সলিল অভাবে যথা জলাশয় হায়;
কুসুম বিহীন লতা, পুষ্প ঘ্রাণ হীন,
করে সবে অযতন যথা চিরদিন;
দিবাকর বিরহিত অথবা যেমন
দিবসেরে অনাদর করে সর্ব্বজন;
তোমার অভাবে তথা মানব জীবন,
কার্য্যকর নহে; বৃথা কলঙ্ক ভাজন।
অনর্থের হেতু অর্থ, বলে যেই জন,
বিবেচনা তার হায় জানি না কেমন
কণ্টকের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম কেবা করে?
পাপীর অন্তর তথা জানিও অন্তরে।
জগতের সনে যার আছে পরিচয়,
সে তোমারে করিবে গো যতন নিশ্চয়

(৫৫)

নিদ্রা।

বড় ভাল বাস তুমি বিরাম দায়িনি,
অয়ি নিদ্রে বিনোদিনি, সদা প্রাণিগণে।
নাই মান, অভিমান, যেমন জননী,
সকলেরি লও কোলে বিশ্রাম কারণে।
শোকে, তাপে জর জর যাহার হৃদয়,
প্রবোধিতে নারে হায় যত আত্মজন,
তোমার পরশে তার সুখ উপজয়।
সার্থক তোমার জন্ম, শক্তি বিলক্ষণ!
যে কারণে হ'ক্ ভবে জীবের পালন,
প্রধান সহায় তাহে তুমি গো সতত।
শ্রান্তি রাশি তুমি যদি না কর হরণ,
তাহাদের, হয় তারা আর শ্রমে রত?
শান্তি দানে জীবে তুমি তোষ, লো সুন্দরি,
ঘন যথা তোষে ধরা বারি দান করি।

(৫৮)

বাঙ্গালীর বল।

এ কি ভাব হৃদে হায় সহসা উদয়?
ক্ষীণজীবী পরাধীন বাঙ্গালী সন্তান
কাপুরুষ চিত্তে এ কি! আশ্চর্য্য বিষয়!
বিধি বুঝি পুনঃ নব দেখায় বিধান!
বল—বাহুবল!—বলে কোন্ বলে, ভবে,
জানিতে বাসনা কেন উদয় অন্তরে?
মণ্ডূকের সাধ কেন কমল আসবে;
বামন হইয়া সাধ ছুঁতে সুধাকরে?
যাহাদের রণস্থল,—বিচার-আগার,
বণিকের গৃহ; পত্র,—বিপক্ষের দল;
বারুদ,—অঞ্জন; হায় টোটা,—মস্যাধার;
লেখনী—আগ্নেয়-অস্ত্র, হায় রে কপাল
তাহাদের চিত্ত কেন চিন্তে বাহুবল?
প্রকাশিলে হবে খ্যাতি, পাগল কেবল।

(৫৯)

স্বাধীনতা

সত্য কি রমণী চারু অমূল্য রতন ?
সত্য কি হে এই কথা ? কার্থেজ অঙ্গনা
ছেদিলা চিকুর রাশি মস্তক শোভন
তবে কেন,—মাতৃ-ভূমি রাখিতে স্বাধীনা ?
তবে কেন, তবে কেন ক্ষত্রিয় মহিলা,
চিতানলে দিল প্রাণ আপন ইচ্ছায়,
নিষ্ঠুর যবন যবে নগরে পশিলা ?
তবে কি জগতে প্রাণ সুখের আলয় ?
ইহাই বা সত্য হায় বলিব কেমনে ?
রাজপুত দেহে তবে ছিল না কি প্রাণ ?
পাঠানের ধ্বংস কেন তবে হ'ল রণে
কে বলে এদের তবে রতন নিধান ?
সব মিথ্যা, ভবে সার অমূল্য রতন,-
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ধন

(৬০)

বারাণসী

ত্রিদিব সদৃশ তুমি, অয়ি বারাণসি !
এ ধরা হইতে উচ্চে তব অবস্থান,
বিধাতা সুবর্ণে তোমা, করিল নির্ম্মাণ,
কে বলে অলীক ইহা ? গাঢ়তম মসি
চিরদিন যার চিত্ত করেছে আশ্রয়,
সে বলে এ হেন ভাষ, নতুবা যে জন,
করিয়াছে একবার তোমা দরশন,
কত দূর সত্য ইহা সে জানে নিশ্চয় ।
শুনেছি অমরাবতী স্বর্গ-রাজধানী,
পূতবারি মন্দাকিনী বেষ্টিয়া তাহায়
রহিয়াছে চিরকাল, তেমতি তোমায়
বেষ্টিয়াছে ভাগীরথী পাষাণ-নন্দিনী ।
প্রক্ষালন আশে যেন তোমার চরণ,
হিমালয় অকাতরে ঢালিছে জীবন ।

(৬১)

রাখালী

ক্রমাগত এক যুগ হইল বিগত,
তথাপি তোমায় কেন পারি না ভুলিতে ?
দেখি নাই কভু আমি তোমার ছায়ায়,
শুনি নাই কিম্বা তব অমিয় বচন ;
ভবিষ্যতে শুনিব, কি করিব দর্শন,
এ আশাও অসম্ভব ! কবে এ ধরায়
দুরাশা সফল হয় ? পারে পরশিতে
কেহ কি কখন শশী ? যদি অবিরত
প্রক্ষালন করে অঙ্গ পয়স-সাগরে
অসিত বায়স, হতে চারু শ্বেতকায়,
পূরে কি তাহার আশা কভু এ সংসারে ?
দরিদ্র হইতে সদা ধনবান্ প্রায়
করে না প্রয়াস করে ? কিন্তু বিনোদিনি,
গুণ অনুসারে ফল দেয় এ অবনী !

(৬২)

ঐ

তবে কেন আজ(ও)তোমা পারি না ভুলিতে
কেন হেন হই বৃথা দুরাশার দাস,
পারি না বলিতে তাহা। প্রসূনের সার
সুন্দর গোলাপ যথা পরিমলময়,
মণিশ্রেষ্ঠ-কহিনুর, তেমতি নিশ্চয়,
রমণী ললাম তুমি। কি সাধ্য আমার
জগতে তোমার গুণ করিব প্রকাশ ;
ভাবিয়া না পারি যাহা নির্ণয় করিতে।
যে দেবী দয়াদ্র চিতে সুনীতি শিখাতে,
সাবিত্রী, দ্রৌপদী, সীতা, দময়ন্তী রূপে
হইলেন আবির্ভূতা মানব-গৃহেতে,
তিনি কি আবার এই মনোহর রূপে,
এলেন "রাখালী"নামে দিতে উপদেশ,
নারীকুলে চিরতরে উজলিয়া দেশ ?

(৬৩)

নারী।

একদা সঙ্কটে অতি হইনু পতিত
কল্পনার মন্ত্রণায়। কি উপায় করি!
কেমনে কহিব আমি, রমণী সুন্দরী
জন্মিল কি হেতু? কহি যদি অনুচিত
অবোধ উন্মত্ত বলি হাসিবেক সবে।
আমি মূঢ়, গূঢ় কথা জানিব কেমনে।
সাত পাঁচ ভাবি পুনঃ কল্পনা সদনে,
চিন্তিত অন্তরে ধীরে চলিনু নীরবে।
কিন্তু কোথা সে কল্পনা? সে দেশ ছাড়িয়া
করিয়াছে পলায়ন। হতাশে তখন
শিরে হাত দিয়া হায় পড়িনু বসিয়া।
হেন কালে এই গীত বহিল পবন,—
"ফিরে যাও কল্পনার নাই প্রয়োজন।
নরের দমন হেতু নারীর সৃজন।"

(৬৪)

অধীনতা !

ওহে নর ইচ্ছ যদি জানিতে নিশ্চয়,
অধীনতা-পরতাপ ; নিক্ষেপ নয়ন
ভারতের পানে এবে মুহূর্ত্ত সময় ;
জনমিল যথা পূর্ব্বে ভীম বীরগণ ;
যাঁহাদের বাহুবলে কাঁপিত ভুবন ।
সুকৌশলে, শিল্পকার্য্যে,বিদ্যা আরাধনে
নিরত যাদের চিত্ত ছিল অনুক্ষণ,—
বিভূষিয়া হিয়া সদা সুজ্ঞান রতনে ।
সুখ,শান্তি,পরিতোষ সদা যে আলয়
করিত বিরাজ মাতা লক্ষ্মী দেবী সনে ।
সে ভারত পড়ে আজ কালকূট ময়,
অধীনতা-পাশে, হায় মলিন বদনে,
করিতেছে হাহাকার অনাথিনী প্রায়,
সুখ,শান্তি,পরিতোষে প্রদানি বিদায় !

(৬৫)

পরলোকগতা কোন একটী যুবতীর প্রতি

স্মরিলে তোমায়, হেন কেন যে হৃদয়,
হয় দগ্ধ অনিবার জান কি, ভগিনি?
প্রতি পলে ভূমণ্ডলে পাইছে বিলয়
অসংখ্য পদার্থ রম্য। কিন্তু সে কাহিনী
কত দিন থাকে স্থির এ মহীমণ্ডলে?
কত দিন দগ্ধে তাহা লোকের অন্তর?
যতই যাতনা হ'ক্! বিস্মৃতি-সলিলে,
জগতের এই গতি, কিছু দিন পর,
হবে মগ্ন চির তরে। কিন্তু তবে কেন
হও না মগন তুমি, ত্যজি এ হৃদয়,
বিস্মৃতি সাগরে; হায় অকারণ হেন
কেন কান্দাইছ; কিম্বা তুমি নিরদয়,
দয়া-মায়া-স্নেহ-ধর্ম্ম-শূন্য তব হিয়া,
নতুবা কি রূপে তুমি গিয়াছ ত্যজিয়া?

(৬৬)

কি করি?

কি করি? কেমনে প্রাণ করিব হে স্থির!
কে বলে বধিরে হায় অতি ভাগ্যহীন?
আমি যদি হইতাম শ্রবণ বিহীন,
তা হলে কি নাম মাত্র হতেম অধীর!
আহা কি মধুর নাম সুধা-সিক্ত যেন।
নাই কি এ নাম আর কাহার জগতে?
পূর্ব্বে কি কখন ইহা পশেনি কর্ণেতে?
তবে কেন এবে ইহা হইল এমন,—
মন প্রাণ কেন মোর করিল হরণ?
কেন বা সতত ভাবি তার রূপ গুণ,
জ্বলিতেছে হিয়া মাঝে বিরহ আগুন,
কে কহিতে পারে, হায় ইহার কারণ?
সুধা আশে শশী পাশে বিহঙ্গম ধায়;
আমার এ মন তথা কি আশায় যায়!

(৬৭)

ঐ

কভু ভাবি, যাই চলে ভিখারীর বেশে,
দেখে আসি একবার সে চারু কুসুমে,
কেমন গঠেছে ধাতা প্রেমের প্রতিমে।
পার্ব্বতী-মোহন যথা হিমাচল দেশে,
গিয়াছিল ছল ক্রমে, দেখিতে কুমারী,
গিরি-বালা গিরি-গৃহ-জ্যোতি-প্রদায়িনী।
পুনঃ ভাবি মনে, যদি অগ্রে এ কাহিনী
ব্যক্ত হয় জন মাঝে, তাহলে আমারি
কি হবে উপায়! বৃথা লোক লজ্জা তরে
সংগোপনে বিনোদিনী থাকিবে ভবন;
প্রাণান্তেও মোরে দেখা দিবে না কখন।
কুলবালা লাজশীলা বিদিত সংসারে।
তাহা হলে আশা লতা হইবে নির্ম্মূল।
এ বরঞ্চ আছি ভাল, বিরহ ব্যাকুল।

(৬৮)

অভিমন্যুর প্রতি উত্তরা

জানে দাসী জানে, নাথ, যা আছে কপালে,—
যা লিখেছে হত বিধি, অভাগিনী-ভালে !
সেই দিন জীবিতেশ জেনেছি সকল,
যে দিন শুনিনু তুমি খ্যাত ভূমণ্ডল,
বীরকুল-চূড়ামণি ; হায় ফেটে যায়
বক্ষঃস্থল ; নাহি হেরি ইহার উপায় !
অকালে বিধবা হব তাহে নাহি ভয় ;
বীর সোহাগিনী প্রতি বিধি নিরদয় !
ওরূপ সাহস যার তাহার জীবন,
সদা ইচ্ছে দেহ ছাড়ি করিতে গমন।
কি হবে দাসীর কিন্তু তোমার বিহনে,
অনাথা দুঃখিনী, এই সুখের ভবনে ?
পিতা মাতা আদি হায় যত আত্মজন,
কে আসিবে মম দুঃখ করিতে হরণ !

(৬৯)

খল ।

কে পারে,—জিজ্ঞাসি কারে, কে কবে আমায়,
কে সৃজিল খলে হায় এ মহীমণ্ডলে ?
সৃজিলেন যিনি ধরা, তিনি কি উহায়,
করেছেন সৃষ্টি ? না ! না ! এ কথা কে বলে ?
ক্রূরমতি বিষধর সদা পাপে রত ;
জীবের অশুভ হেতু, দুষ্ট ব্যাধিচয়,
সংগোপনে সর্ব্বস্থানে ভ্রমিছে নিয়ত ।
রক্ষিতে এ সব দায়ে আছে হে উপায় ।
খল কাছে কেহ কিন্তু নাহি লভে জয় ।
অভেদ্য অশনি-বর্ম্মে সতত আবৃত
মূঢ় নিরদয়, শিলা সম দৃষ্ট হয় ।
যত বলে, যত করে, সকলি অনৃত ।
ধন্য চক্রী মহাপাপী খল দুরাশয়,
স্মরিলে তোমার কীর্ত্তি জনমে বিস্ময় ।

(৭০)

জাহ্নবী সলিলে জনার জীবন বিসর্জ্জন।

জাহ্নবি, জান কি মাতঃ, আজ কি কারণ,
রাজার রমণী আমি, রাজার জননী,
আসিনু এ হীন বেশে, ত্যজিতে জীবন
তোমার সলিলে ? কেন অয়ি কল্লোলিনি,
ঝরিছে এ নেত্র দ্বয় বেগে অবিরাম ?
হত মম প্রিয় পুত্র প্রবীণ প্রবীর
অর্জ্জুনের শরে ; বাছা গেছে স্বর্গধামে
পালিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ! তাহাতে অস্থির
যদিও অন্তর, কিন্তু নহে গুরু তত,
শুনি লোক-মুখে মম হৃদয়-রতন
মহারাজ নীলধ্বজ অপযশ যত !
ক্ষত্র হয়ে পরাধীন, রণে অযতন,
এই দুঃখে অভাগীর সদা প্রাণ জ্বলে;
তেঁই এনু বিসর্জ্জিতে, তোমার সলিলে।

(৭১)

কপোত।

ধন্য তুমি, রে কপোত, ধন্য তুমি ভবে।
লজ্জা, মান, অপমানে প্রদানি বিদায়,
নিয়ত সুখের তরে তব চিত ধায়।
ভাব না মানব সম, কখন নীরবে।
সদাই স্বাধীন। যথা ইচ্ছা সহ দার
ভ্রমিতেছ; নাহি চিন্তা উদর কারণ;
যদিও সঞ্চয় তুমি কর না কখন।
গৃহ, শয্যা, হেতু নাই চিত্তের বিকার।
প্রেয়সীরে তুষিবারে আনিতে ভূষণ,
যেতে নাহি হয় ধনী বণিক সদন।
বকে, বকে নেচে নেচে, করিলে বেষ্টন,
একেবারে হয় সুখে মানের ভঞ্জন।
ভূত, ভবিষ্যত চিন্তা না কর কখন,
মানব হইতে সুখী তুমি এ কারণ।

(৭২)

পরিণয়।

কা'র না রে মজে মন, করিলে শ্রবণ,
তব নাম পরিণয়—সুধার আধার ?
বালক, যুবক, বৃদ্ধ, রাজা, প্রজাগণ
সকলের প্রিয় তুমি, সর্ব্ব সুখ সার !
লজ্জা হেতু মন ভাব যে করে গোপন,
সর্ব্বাঙ্গে আনন্দ তার হয় দরশন।
সুখ শান্তি বিবর্জ্জিত এই যে ভুবন,
স্বর্গ সম জ্ঞান হয় তোমার মিলনে।
সর সোহাগিনী আর যথা বিরোচন
হরষিত হয় সুখে, দিবা আগমনে;
নর নারী হিয়া-মসি, তুমি ও তেমতি,
কর বিমোচন, পশি মানব-আলয়।
দেব দেবী তুল্য তারা করে হে বসতি
হৃদয়ে হৃদয়ে সুখে করি বিনিময়।

(৭৩)

প্রত্যুত্তরে (পণ্ডিত মহাশয় ।)

যদিও সুদূরে দাস রহিয়াছে এবে,
ভাবে কি কখন হেন চিন্তাশীল জন,
কাতর অন্তর তায়, স্নেহের বন্ধন
প্রকৃত বিরাজে যথা ! যখন নীরবে
বিস্মৃতি-সাগর হতে স্মৃতি-সোহাগিনী
তুলে আনে সুখে যত বিগত ঘটনা,
তখন অন্তর কা'র করে বিবেচনা,
বর্ত্তমান নহে ইহা ? কল্পনা মোহিনী
কাহার না করে মন মোহিত তখন ?
স্বর্গ যে অপর, চিত্তে চিন্তে কোন্ জন ?
সামান্য প্রস্তরে যথা দ্যুমণি কিরণ,
হইলে পতিত, ধরে শোভা অপরূপ,
তেমতি তোমার লিপি ভাতি অনুরূপ,
করিল উজ্জ্বল মম শিলা সম মন।

(৭৪)

জাহ্নবী-কূলে—প্রেতভূমি।

আজ যদি কোন কবি ভাবুক প্রবর
আসিত, হে গঙ্গে, মোর সনে তব তীরে,
দেখিতে এ শোভা তব চিত্ত মুগ্ধকর,
আমার এ মন লয়ে, নয়নের নীরে
তা' হলে ভাসিত তার উরস্, কপোল ;
সেই সনে কাঁদিত রে জগত মণ্ডল।
মম সম হতভাগ্য কত যুবজন,
আসি হেন সন্ধ্যাকালে, এ নির্জ্জন স্থানে,
গোপনে করিত বেগে অশ্রু বরিষণ,
পরাস্তিয়া তব গতি। তোমার জীবনে,
কেহ বা ভাসিত সুখে করিত মনন।
সুখ-স্থান তব কূল সুখীর অন্তরে।
কিন্তু যার মন সদা বিষাদে মগন ?
তোমার দর্শন মাত্র তার নেত্র ঝরে।

(৫৫)

ঐ

আঃ !
এই (ত) সে সমাধি স্থান, অয়ি তরঙ্গিনি,
করিয়াছে ধৌত যাহা তব পূত নীরে।
প্রাণের পুতলী মোর, হৃদয় মোহিনী,
করিল শয়ন যথা, হায় অভাগারে
যাদুকরী প্রায় ফাঁকি দিয়া চিরতরে;
করেছিল ভস্ম সেই দেহ সুকোমল,
নির্দ্দয় মানব চয় পাষাণ-অন্তরে ;
যহা ঘোর স্বনে জ্বলেছিল চিতানল ;
আমার সুখের লতা, শান্তির আলয়
ভস্মাকারে যে চিতায় পাইল বিলয়।
কে বলে নিবেছে তাহা ? ভেবেছ কি মনে
তোমার সলিলে উহা করেছে শীতল ?
তেজেছে সমাধি বটে ; কিন্তু সর্ব্বক্ষণে
হুহুকরে হৃদে মম জ্বলে সে অনল !

(৭৬)

অসভ্য দেশের প্রতি।

এ কি সেই দেশ, যায় বঙ্গবাসিগণ,
অসভ্য বলিয়া হায়, করে হতাদর?
এ কি সেই জাতি, যারা করি প্রাণপণ,
নাশি শত্রু, করে নৃত্য জিনিয়া সমর?
স্বাধীনতা মহারত্ন রক্ষিলা যতনে,
বিনিময়ে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, প্রতিবাসী?
আইনের কঠোরতা জানে না স্বপনে,—
সমাজ, বিচারালয়, সদা সত্যভাষী?
কৃষিযোগে স্বীয় শ্রমে পালে পরিবার?
পরের সেবায় সবে সতত কাতর?
নিজ শ্রম জাত দ্রব্য, কখন অপরে,
করে না অর্পণ যারা ত্রাসিত অন্তরে?
অসভ্য তোমরা থাক, হে অসভ্য জাতি!
বাঙ্গালীর কথা ক্রমে, সভ্যতার প্রতি,
চেওনা, চেওনা কভু, এ মম মিনতি!

(৭৭)

প্রত্যুত্তরে (ক্ষেত্রমণি)।

স্নেহের আকর যার, দেহের মাঝার;
সুধাকর সমস্নিগ্ধ বরণ উজ্জ্বল;
সে যদি দুঃখিনী,তবে কি বলিব আর,
ধনীর অভাব চির জগত মণ্ডল।
সুন্দর প্রসূন যথা প্রকৃতি ভূষণ,
তেমতি নরের মাঝে তুমি, সুহাসিনি!
সুচারু কুসুমে সাধে করে অযতন,
হয়েছে কি সৃষ্ট ভবে কভু হেন প্রাণী?
সামান্য সুখদ অর্থ; তাহার কারণ
ক'র না ব্যথিত কভু কোমল অন্তর;
করেছেন ধাতা যাহা সদ্গুণ-আসন।
পার্থিব পদার্থ চয় সদা বিনশ্বর।
যে রত্ন প্রভাবে মর জগতে অমর;
বিরাজে অন্তরে তব, তাহা নিরন্তর।

(৭৮)

মেঘনাদের প্রতি প্রমীলা।

যাবে নাথ, যাও রণে, করিনা বারণ।
জন্ম তব রক্ষবংশে বিখ্যাত ধরণী,
পিতা, বীর লঙ্কেশ্বর, শত্রু নিসূদন,
মাতা রাণী মন্দোদরী, বীর প্রসবিনী;
বীরেন্দ্র রমণী, দাসী, দানব নন্দিনী;
ভুলিওনা এই কথা, লঙ্কার ভূষণ ;
ও চরণে এ প্রার্থনা করে অভাগিনী,—
অবলা পূজিতা ভবে পতির কারণ।
ইচ্ছাকরে, তব সনে, এবে, প্রাণেশ্বর,
পশিতে সংগ্রাম বেশে সমর প্রাঙ্গণে ;
পুনঃ ভাবি, পাছে তব যশ-সুধাকর
হয় তাহে কলঙ্কিত, তাহলে কেমনে
দেখাইব এই মুখ ত্রিলোক মাঝারে,
বীর-জায়া বলি সবে সদা পূজে যারে।

(১৯)

শ্মশান ভ্রমণ।

বলে সবে, জানি আমি, শুনেছি শ্রবণে,
এ স্থানে আসিয়া লোক জুড়ায় জীবনে;
থাকে না থাকে না আর চিত্তের বিকার,
পারে না কাঁদাতে আর বিষম সংসার,
মায়া, মোহ, শোক, দুঃখ, ভয়, দুরাশয়
পাইবে পাইবে সবে এই স্থানে লয়!
তেঁই আমি আসিয়াছি তোমার সদন,
জুড়াতে এ অভাগার তাপিত জীবন।
কিন্তু কই হল তাহা! ঐ যে অদূরে
জ্বলিছে ভীষণ চিতা তব বক্ষোপরে,
হবে হে নির্ব্বাণ উহা কিছু কাল পরে!
বল এবে শুনি হায় আমার অন্তরে,
জ্বলিছে যে শোকানল দিবস যামিনী,
হবে কি নির্ব্বাণ কভু থাকিতে পরাণী?

(৮০)

রমণী-বদন।

ও কি হেরি সৌধোপরি চারু মনোহর,
রূপের ছটায় মম মোহিল অন্তর ?
কি সুন্দর ও বস্তুটী ! কি চারু গঠন !
দৃষ্টিমাত্র ঝলসিল আমার নয়ন।
নিসর্গ-কুমারী ওকি সৌদামিনী ধনী,
ভ্রমিছেন হর্ম্ম্যোপরি জলদ-রমণী ?—
তাই বা কিরূপে বলি ! সতত চঞ্চলা
বারিদের কোলে নাচে কৌতুক বিহ্বলা।
তবে বুঝি ওটী হবে চারু নিরমল,
সরোবর সুশোভিনী বিকচ কমল
দেখিতেছে প্রাণেশেরে—দেব দিবাকর
বিস্ফারিত করি নিজ নয়ন চকোর ?
তাই বা কিরূপে হবে ! তাত কভু নয়,
এত নয় সরোবর সরোজ আলয় !

(৮১)

ঐ

তবে ও কি তারাপতি পূর্ণসুধাকর ?
তাহাওত অসম্ভব! অই প্রভাকর,
এখনও যায় নাই ত্যজি সিংহাসন
অস্তগিরি—শান্তি-গৃহে বিশ্রাম কারণ।
তবে ওটী কি পদার্থ! কে পারে বলিতে ?
চন্দনের ফুল নাকি জগত মোহিতে ?
কিম্বা হবে পারিজাত দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত
দেবেন্দ্রাণী-কণ্ঠ যাহে সতত ভুষিত ?
বুঝেছি! এ দুঃখময় মেদিনী-মাঝার,
মন্দভাগ্য মানবের অন্তর-আঁধার
বিনাশিতে দয়াময় পতিত পাবন
স্থজিছেন ও সুন্দর অমূল্য রতন
নিশায় হাসায় যথা কুমুদ রঞ্জন,
তেমতি মানব হৃদে রমণী-বদন।

সম্পূর্ণ।